ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন পরিকল্পনা কাঠামো

সারসংক্ষেপ

Resilient Infrastructure for Adaptation & Vulnerability Reduction (RIVER) প্রকল্পের অভিলক্ষ্য হচ্ছে প্রকল্প এলাকার নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠির নদীবাহিত ও আকস্মিক বন্যার ঝুঁকি হ্রাস করা, দুর্যোগ প্রস্তুতি ও সাড়া প্রদানে দেশের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা, এবং উদ্ভূত জরুরী পরিস্থিতিতে তাদের সহায়তায় সাড়া প্রদান করা।প্রকল্পের আওতায় দেশের বন্যা প্রবণ জেলা গুলোতে দুর্যোগসহনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে যার মধ্যে রয়েছে কম্যুনিটি অবকাঠামো (Community Infrastructure), ভূমি ও সড়কের উচ্চতা বৃদ্ধি ইত্যাদি, যার ফলে বন্যার মত দুর্যোগের ব্যবস্থাপনা আরো উন্নত হবে এবং প্রকল্প সুবিধাভোগীরা এসব দুর্যোগের অভিঘাত থেকে দীর্ঘ মেয়াদে নিজেদের রক্ষা করতে পারবে।

এ প্রকল্পটি বিশ্বব্যাংকের পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড (ইএসএস)-৭ এর সাথে সম্পর্কিত, কারণ প্রকল্পভূক্ত এলাকায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির জনগণ বসবাস করে যা ইএসএস-৭ এর মানদণ্ডের অধিভুক্ত।প্রকল্পের জন্য একটি ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠি উন্নয়ন পরিকল্পনা কাঠামো (SECDPF) প্রণয়ন করা হয়েছে, যাতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির সাথে যথেষ্টমাত্রায় ও কার্যকরভাবে আলোচনা/ পরামর্শের মাধ্যমে প্রকল্প কার্যক্রমের প্রতি তাদের সমর্থন লাভ করা যায় এবং প্রকল্পের কারনে তাদের উপর সম্ভাব্য যে কোন প্রকার ঝুঁকি ও প্রভাব নিরসন নিশ্চিত করা যায়, এবং একই সাথে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির জনগণ যাতে এই প্রকল্প দ্বারা সমভাবে উপকৃত হতে পারে তা নিশ্চিত করা যায়।

এই প্রকল্পের অধীনে বাস্তবায়ন, পরীবিক্ষণ ও মূল্যায়ন কালে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে কিভাবে কাজ করা হবে তার জন্য SECDPF একটি ভিত্তি রচনা করবে।প্রকল্প বাস্তবায়নকালে যখন সকল প্রাসঙ্গিক তথ্যসহ প্রকল্পের স্থান ও কার্যক্রম চিহ্নিত হবে, তখন সামাজিক স্ক্রিনিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের মধ্যে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির উপস্থিতি থাকলে ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠি উন্নয়ন পরিকল্পনা (SECDP) প্রস্তুত করা হবে।

SECDP এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির অন্তর্ভূক্তি নির্ধারণমূলক সকল কার্যক্রম (স্ক্রিনিং) সম্পন্ন করা, পূর্তকাজসহ প্রকল্প কার্যক্রম নির্ধারণ, ডিজাইন এবং বাস্তবায়নে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, প্রকল্পের কাজে যাতে FPIC (জ্ঞাতপূর্ব হয়ে মুক্তভাবে সম্মতি/অসম্মতি জানানো) এর প্রয়োজন না হয় তা নিশ্চিত করা এবং প্রকল্প চলাকালে ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির আর্থ সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিদ্যমান সুযোগসমূহ সংহত ও উন্নত করতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা।

বাংলাদেশের সংবিধানে দেশের সকল নাগরিকদের জন্য সমান অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে এবং আইনের আওতায় সকলে সমান নিরাপত্তা লাভের অধিকারী।এছাড়াও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির জন্য বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে ইষ্ট বেঙ্গল ষ্টেট একুাইজিশন অ্যান্ড টেনান্সি এ্যাক্ট-১৯৫০, CHT রেগুলেশন-১৯০০, দ্যা হিল ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল এ্যাক্টস-১৯৮৯, দ্যা CHT রিজিওনাল কাউন্সিল এ্যাক্ট-১৯৯৮ ইত্যাদি প্রণয়ন করা হয়েছে। এসকল আইন ও বিধিকে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির উন্নয়নে প্রকল্প পরিচালন নীতিমালার অংশ হিসেবে বিবেচনা করবে।

যেহেতু ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠিভূক্ত জনগণ দেশের দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত, তাই এই প্রকল্পে তারা অগ্রাধিকারমূলক সহায়তা লাভ করবে। প্রকল্প তাদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখবে যাতে তারা প্রকল্প কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে এবং তাদের পছন্দসই বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দেয়া হবে।প্রকল্প চালুর পরে প্রতিটি পর্যায়ে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির সক্রিয় অংশগ্রহনের জন্য এই প্রকল্প সুযোগ সৃষ্টি করবে।ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির উন্নয়নের জন্য নির্ধারিত কর্মসূচীর পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও পরিবিক্ষনে তাদেরকে সম্পৃক্ত রাখাই এই প্রকল্পের SECDPF কৌশলের মুল ভিত্তি।

যেসব এলাকায় কমপক্ষে শতকরা একজন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির মানুষ বসবাস করে সে ধরণের প্রতিটি এলাকার জন্য SECDP (ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠি উন্নয়ন পরিকল্পনা) তৈরি করা হবে।SECDP'তে প্রকল্পের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ জনগনের নৃতাত্ত্বিক ও জনমিতিক বৈশিষ্ট্য, বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানসমূহ, যেমন-পরিবার, ধর্ম, ভাষা ও শিক্ষা এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্পর্কিত অন্যান্য নিয়ামক এবং সামাজিকভাবে অবমাননাকর বিষয়সমূহ বিবেচনায় রাখা হবে।SECDPF প্রাথমিকভাবে যে বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখবে তা হচ্ছে- ক্ষতিকর প্রভাব নিরসন এবং প্রকল্পের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর এলাকায় বিদ্যমান যে কোন উন্নয়নের সুযোগসমূহকে সংহত ও উন্নত করা এবং জেন্ডার বিষয়ক যে কোন সমস্যার সমাধান বা নিরসন করা।